জানার জন্যে কুরআন
মানার জন্যে কুরআন

==========

আব্দুস শহীদ নাসিম

২৭/০১/২০১৪ খ্রি

১. আল কুরআন সম্পর্কে আল কুরআন

---

১. এ কুরআন আল্লাহ ছাড়া কারো পক্ষে রচনা করা সম্ভব নয়। ... এটি সন্দেহাতীত, নিখিল বিশ্বের অধিকর্তার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ। (আল কুরআন ১০:৩৭)

২. এ (কুরআন) আল্লাহর দেয়া পথ-নির্দেশ। (আল কুরআন ৩৯:২৩)

৩. রমযান মাসে নাযিল করা হয়েছে আল কুরআন মানব জাতির জীবন যাপনের ব্যবস্থা হিসেবে। আর এ গ্রন্থ এমন অকাট্য ও সুস্পষ্ট নির্দেশিকা সম্বলিত, যা সঠিক পথ দেখায় এবং সত্য ও মিথ্যার পার্থক্য পরিষ্কার করে দেয়। (আল কুরআন২:১৮৫)

৪. এ কুরআন এমন পথ দেখায় যা সবচেয়ে সরল-সঠিক ও স্থায়ী। যেসব মুমিন এর ভিত্তিতে সঠিক কাজ করে, এ কুরআন তাদেরকে বিরাট প্রতিদানের সুসংবাদ দেয়। (আল কুরআন ১৭:৯)

৫. আল্লাহর নিকট থেকে তোমাদের কাছে এসেছে একটি জ্যোতি ও সুস্পষ্ট কিতাব। যারা তাঁর সন্তুষ্টি চায়, এ গ্রন্থের মাধ্যমে তিনি তাদের দেখিয়ে দেন শান্তি ও নিরাপত্তার পথ, নিজ ইচ্ছায় তাদের বের করে আনেন অন্ধকার থেকে আলোতে এবং তাদের নির্দেশিকা প্রদান করেন সরল-সঠিক পথের। (আল কুরআন ৫:১৫-১৬)

৬. আল্লাহ অবতীর্ণ করেছেন সর্বোত্তম বাণী, তা এমন এক গ্রন্থ, যাতে বিভিন্ন বিষয় পুন: পুন: আলোচনা হয়েছে, তবু তা নিখাঁদ ভারসাম্যপূর্ণ। যারা তাদের মালিককে ভয় করে, এ গ্রন্থ পাঠে তাদের লোম শিউরে উঠে। অতপর আল্লাহর স্মরণে তাদের দেহমন বিগলিত যায়। (আল কুরআন ৩৯:২৩)

৭. আমি আল কুরআনকে উপদেশ গ্রহণের জন্যে সহজ করে দিয়েছি। এ থেকে উপদেশ গ্রহণকারী কেউ আছে কি? (আল কুরআন ৫৪:৪০)

২. আল-কুরআন সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সা. এর বাণী

---

১. তোমাদের মাঝে সর্বোত্তম ব্যক্তি সে, যে কুরআন শিখে এবং শিখায়। (সহীহ বুখারী)

২. তোমরা কুরআন পড়ো, কুরআনের সাথি হও। কি'আমতের দিন কুরআন তার সাথিদের পক্ষে সুপারিশকারী হয়ে আসবে। (সহীহ মুসলিম)

৩. কিয়ামতের দিন কুরআন বান্দার পক্ষে অথবা বিপক্ষে সুপারিশ করবে। (মিশকাত শরীফ)

৪. পৃথিবীতে যে ব্যক্তি কুরআনকে সাথি বানিয়েছে, আখিরাতে তাকে বলা হবে, পড়ো এবং উপরে উঠো। (তিরমিযি)

৫. সকল বাণীর উপর আল্লাহর বাণীর শ্রেষ্ঠত্ব ঠিক সেরকম, যেমন সকল সৃষ্টির উপর আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব। (তিরমিযি)

৬. কুরআন আল্লাহর মজবুত রশি, বিজ্ঞানসম্মত উপদেশ এবং সরল সঠিক পথ। (জামে তিরমিযি)

৭. কুরআনের আহবান ও আলোচ্য বিষয় নিয়ে ভাবনা-চিন্তা করো, অবশ্যি তোমরা সাফল্য লাভ করবে। (বায়হাকি)

৮. কুরআনের চেয়ে উত্তম কোনো জিনিস সাথে নিয়ে তোমরা আল্লাহর কাছে ফিরে যাবে না। (হাকিম)

৯. কুরআন একটি রশি। এর একপ্রান্ত আল্লাহর হাতে, আরেক প্রান্ত তোমাদের মাঝে। তোমরা এ রশিকে শক্ত করে ধরো, তাহলে কখনো পথভ্রষ্ট হবে না, ধ্বংস হবে না কখনো। (ইবনে আবি শাইব)

৩. কুরআন সাফল্যের চাবিকাঠি

আল কুরআন সুন্দর মানুষ, আদর্শ সমাজ ও শ্রেষ্ঠ জাতি গঠনের সর্বোত্তম মাধ্যম। আল কুরআন সাফল্য ও বিজয় লাভের 'মাষ্টার কী' (Master Key)। এ শুধু কথার কথা নয়, বাস্তব ঘটনা। সপ্তম শতাব্দীর ইতিহাস খুলে দেখুন।

৬১০ খৃষ্টাব্দে অবতীর্ণ হবার সূচনা থেকে মাত্র কয়েক দশকের মধ্যে আল কুরআন কতো যে অখ্যাত অজ্ঞাত মানুষকে ইতিহাসের স্বর্ণ শিখরে মর্যাদাশীল করেছে! ইতিহাসের অন্তরালে অবস্থিত কতো যে কবিলা আর কওমকে বিশ্ব ইতিহাসের সোনালি পত্রে স্থান করে দিয়েছে! এ কুরআন মেষ পালের রাখালদের মানবেতিহাসের সেরা মানুষ রূপে গড়ে তুলে এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকা জোড়া সাম্রাজ্যের শাসক বানিয়ে দিয়েছে। কালো কুচকুচে ক্রীতদাসদের সুপ্ত প্রতিভা প্রস্ফুটিত করে অসীম সাহসী সেনাপতির পদে সমাসীন করে দিয়েছে। গোত্র প্রিয় বেদুঈনদের মানবতা প্রিয় ন্যায়পরায়ণ শিক্ষক, প্রশাসক, রাষ্ট্রদূত, বিচারপতি, বীর সেনাপতি ও কর্মবীর বানিয়ে দিয়েছে।

আল কুরআন ব্যক্তির আত্মগঠন ও সাফল্যের সিঁড়ি। এর মাধ্যমে আপনি নিজেকে বিকশিত করে উঠাতে পারেন সাফল্যের শিখরে। জাতীয়ভাবে গোটা জাতি কুরআনের সিঁড়ি বেয়ে উঠে যেতে পারে উন্নতির সর্বোচ্চাসনে। আর কুরআন সেরা ব্যক্তি, সেরা সমাজ ও সেরা জাতি নির্মাণের শ্রেষ্ঠ হাতিয়ার। যে কোনো জাতি আল কুরআনের সিঁড়ি বেয়ে উঠে যেতে পারে সাফল্য, গৌরব ও মুক্তির বিশ্বজয়ী মিনারের চূড়ায়।

আমাদের দেশে কুরআন পাঠ করা হয় সাধারণত নেকীর উদ্দেশ্যে। কিন্তু কুরআন কেবল নেকীর উদ্দেশ্যে পাঠ করার জন্যে অবতীর্ণ হয়নি। কেবল নেকীর উদ্দেশ্যে পাঠ করলে কুরআন থেকে ব্যক্তি, সমাজ ও জাতি গঠনে কোনো ফায়দা পাওয়া সম্ভব নয়। কুরআন থেকে ফায়দা পেতে হলে কুরআনকে বুঝতে হবে, কুরআনের শিক্ষাকে হৃদয়ংগম করতে হবে এবং কুরআনকে ব্যক্তিগত, সামাজিক ও জাতীয় জীবনে অনুশীলন করতে হবে।

কুরআন একটি গ্রন্থ, একটি বিমূর্ত জীবন ব্যবস্থা। কেবল অনুশীলনের মাধ্যমেই তা মূর্ত ও প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। তাই যারা কুরআনকে আল্লাহ প্রদত্ত গ্রন্থ ও জীবন ব্যবস্থা বলে বিশ্বাস করেন, তাদের জীবনের সব চাইতে বড় কর্তব্য হলো আল কুরআনকে বুঝা ও অনুশীলন করা। এভাবেই সফল ও স্বার্থক হতে পারে কুরআন অবতীর্ণের উদ্দেশ্য আর উপকৃত হতে পারে মানুষ ও মানব সমাজ। তাই এখানে কুরআন নিয়েই বলতে চাই কিছু কথা। এসব কথা হয়তো অনেকেরই অজ্ঞাত নয়, তবুও ন্যায় কথা নিত্যদিন নজরে আনা অন্যায় নয়।

৪. না বুঝলে অনুসরণ করা যায়না

আল্লাহ তা'আলা যখনই কোনো নবীর মাধ্যমে কোনো জাতির কাছে কিতাব নাযিল করেছেন, তা করেছেন অনুসরণ, অনুকরণ করার জন্যে এবং সে কিতাব অনুযায়ী জীবন যাপন করার জন্যে। তিনি এ একই উদ্দেশ্যে মুহাম্মদ সা.-এর মাধ্যমে কুরআন নাযিল করেছেন। একথা তিনি কুরআনেই পরিষ্কার করে বলে দিয়েছেন :

وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. أَن تَقُولُوا إِنَّمَا أُنزِلَ الْكِتَابُ عَلَىٰ طَائِفَتَيْنِ مِن قَبْلِنَا وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ. أَوْ تَقُولُوا لَوْ أَنَّا أُنزِلَ عَلَيْنَا الْكِتَابُ لَكُنَّا أَهْدَىٰ مِنْهُمْ فَقَدْ جَاءَكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كَذَّبَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهَا سَنَجْزِي الَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ آيَاتِنَا سُوءَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يَصْدِفُونَ- (الانعام : ١٥٧-١٥٥)

অর্থ : আর আমি এ কিতাব নাযিল করেছি একটি আশির্বাদপূর্ণ (blessed) কিতাব হিসেবে। কাজেই তোমরা এর অনুসরণ করো এবং (এর নির্দেশ অমান্য করার ক্ষেত্রে) আল্লাহকে ভয় করো। এভাবেই তোমরা লাভ করবে অনুকম্পা (mercy) (এ কিতাব অবতীর্ণের পর) এখন আর তোমরা একথা বলতে পারবে না যে : 'কিতাব তো দেয়া হয়েছিল আমাদের পূর্বের দুটি দলকে (ইহুদি ও খৃষ্টানদেরকে) এবং তারা তাতে কী পাঠ করতো, তাতো আমরা কিছুই জানিনা।' কিংবা এখন আর তোমরা এ অভিযোগ করতে পারবেনা যে : 'আমাদের প্রতি যদি কিতাব নাযিল হাতো, তবে আমরা ওদের

চাইতে অধিক সঠিক পথের অনুসারী হতাম।' সুতরাং এখন আর এসব কথা বলার সুযোগ নেই। এখন তো তোমাদের মালিকের পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে এক সুস্পষ্ট প্রমান (clear proof) পথনির্দেশ (Guidance) এবং অনুকম্পা (mercy) এসেছে। এখন যে ব্যক্তি আল্লাহর আয়াতকে প্রত্যাখ্যান করবে এবং তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, তার চাইতে বড় ভুল আর কে করবে? যারা আমার আয়াত (কুরআন) থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, তাদের এই সত্য বিমুখতার কারণে আমি তাদেরকে নিকৃষ্ট আযাবে নিমজ্জিত করবো।' (সূরা ৬ আল আন'আম আয়াত ১৫৫-১৫৭)

- এ আয়াতগুলো থেকে পরিষ্কার হয়ে গেলো যে, কুরআন নাযিল করা হয়েছে অনুসরণ করার জন্যে। স্বয়ং আল্লাহ কুরআনকে অনুসরণ করার নির্দেশ দিয়েছেন। আর অনুসরণ করার জন্যে অবশ্যি কুরআন পড়তে এবং বুঝতে হবে।

- কিতাব নাযিল না করলে না পড়ার, না বুঝার ও অনুসরণ না করার ক্ষেত্রে যুক্তিসংগত অভিযোগ থাকতে পারতো, কিন্তু কুরআন নাযিল করার পর এখন আর সে অভিযোগ করার সুযোগ নেই।

- এখন যে ব্যক্তি কুরআন বুঝার ও অনুসরণ করার চেষ্টা করবে না, সে সবচাইতে বড় যালিম (ভুল পদক্ষেপ গ্রহণকারী) সে আল্লাহর কাছে নিকৃষ্ট শাস্তি ভোগ করবে।

৫. কুরআন না বুঝলে অন্ধকার থেকে আলোতে আসা যায় না

আল্লাহ তা'আলা কুরআনের মাধ্যমে মানুষকে যে পথ প্রদর্শন করেছেন, তা-ই সত্য সঠিক পথ। এটাই দুনিয়া ও আখিরাতের মুক্তি, কল্যাণ ও সাফল্যের পথ। এ জন্যে কুরআন প্রদর্শিত পথ হচ্ছে নূর বা আলো। এ ছাড়া বাকি সব মত ও পথ হচ্ছে অন্ধকার। কারণ বাকি সবই জাহান্নামের পথ। আল্লাহ তা'আলা কুরআন নাযিল করেছেন মানুষকে অন্ধকার থেকে আলোতে আনার জন্যে :

كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ– ابراهيم

অর্থ : হে মুহাম্মদ! এটি একটি কিতাব। আমরা এটি তোমার প্রতি নাযিল করেছি, যাতে করে তুমি মানুষকে অন্ধকার থেকে আলোতে নিয়ে আসো।' (সূরা ১৪ ইব্রাহিম : আয়াত-১)

فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ ۙ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ– الاعراف : ١٥٧

অর্থ : কাজেই যারা তার (রসূলের) প্রতি ঈমান আনে, তাকে সম্মান করে, সাহায্য-সহযোগিতা করে এবং তার প্রতি যে নূর (আলো) অবতীর্ণ হয়েছে-তা মেনে চলে, তারাই হবে সফলকাম।' (সূরা ৭ আ'রাফ : আয়াত-১৫৭)

هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ عَلَىٰ عَبْدِهِ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لِّيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ– الحديد : ٩

অর্থ : তিনিই সে মহান সত্তা, যিনি তাঁর দাসের প্রতি সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ (কুরআন) নাযিল করেছেন, যাতে করে তিনি তোমাদেরকে অন্ধকার থেকে আলোতে বের করে আনেন।' (সূরা ৫৭ আল হাদীদ : আয়াত ৯)

- এ আয়াতগুলোতে কুরআন নাযিলের উদ্দেশ্য বর্ণনা করা হয়েছে, তাহলো মানুষকে অন্ধকার থেকে বের করে আলোতে নিয়ে আসা।

- যে ব্যক্তি কুরআন বুঝলোনা, তার কাছে তো আলো অন্ধকার দুটোই সমান।

- সুতরাং আলো দেখতে হলে কুরআন বুঝতে হবে। কুরআন না বুঝলে আলোতে আসার সুযোগ কোথায়?

৬. বুঝার জন্যেই কুরআন নাযিল করা হয়েছে

কুরআন বলছে, আল্লাহ তাআলা কুরআন নাযিল করেছেন যেনো মানুষ কুরআনের বক্তব্য বিষয় নিয়ে চিন্তা ভাবনা করে, যেনো কুরআন থেকে উপদেশ ও শিক্ষা গ্রহণ করে :

أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ ۚ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا– النساء :٨٢

অর্থ : এরা কি এ কুরআনকে চিন্তাভাবনা ও বিচার বিবেচনা (consider) করে দেখেনা? এটি যদি আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো রচিত হতো, তবে অবশ্যি, তারা এতে বক্তব্যের অসংগতি খুঁজে পেতো।' (সূরা ৪ আন নিসা : আয়াত ৮২)

كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِّيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ– ص : ٢٩

অর্থ : এটি একটি বই। আমরা এটি তোমার কাছে অবতীর্ণ করেছি। এটি একটি আশীর্বাদ। এই আশীর্বাদ গ্রন্থ আমরা এজন্যে নাযিল করেছি, যাতে করে মানুষ এর আয়াতগুলো সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করে এবং বুঝ-বিবেকওয়ালা লোকেরা যেনো এ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে।' (সূরা ৩৮ সোয়াদ : আয়াত ২৯)

أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا– محمد :٢٤

অর্থ : তারা কি মনোযোগ সহকারে কুরআন নিয়ে চিন্তাভাবনা করেনা? নাকি তাদের অন্তরগুলোতে তালা লাগানো রয়েছে?' (সূরা ৪৭ মুহাম্মদ : আয়াত ২৪)

মদিনা থেকে প্রকাশিত The Noble Quran-এ এ আয়াতের অনুবাদ করা হয়েছে নিম্নরূপ :

Do they not then think deeply in the quran, or are their hearts locked up (from understanding it)?

- এই তিনটি আয়াতেই আল্লাহ তা'আলা যারা কুরআন বুঝার চেষ্টা করেনা এবং মনোযোগ সহকারে কুরআন নিয়ে ভাবনা-চিন্তা করেনা, তাদের ব্যাপারে প্রশ্ন তুলেছেন।

- আল্লাহ বলেন, কুরআন যদি আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো রচিত হতো, তবে এতে অনেক অসংগতি ও স্ববিরোধী বক্তব্য পাওয়া যেতো, কিন্তু যারা কুরআন বুঝে এবং কুরআন নিয়ে চিন্তা ভাবনা করে, তাদের কাছে একথা পরিষ্কার যে, কুরআনে কোনো অসংগতি নেই, কোনো স্ববিরোধী বক্তব্য নেই। তাই এটি কিছুতেই আল্লাহ ছাড়া আর কারো রচিত হতে পারেনা। কেবল আল্লাহর বাণীই এমন সুসামঞ্জস্যপূর্ণ ও সুবিন্যস্ত (Well-ordered) হতে পারে।

- যারা কুরআন বুঝেনা, তাদের পক্ষে কুরআনকে আল্লাহর বাণী বলে প্রমাণ করার সুযোগ নেই।

- সূরা সোয়াদের আয়াতটিতে বলা হয়েছে, কুরআন নাযিলই করা হয়েছে বুঝার জন্যে, চিন্তাভাবনা করে দেখার জন্যে।

- বলা হয়েছে, বুঝ-বুদ্ধিওয়ালা লোকেরাই কুরআন থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে।

- সূরা মুহাম্মদের আয়াতটিতে বলা হয়েছে, যারা কুরআন বুঝার চেষ্টা করেনা, কুরআন নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করেনা, তাদের অন্তরে তালা লেগে আছে।

সম্মানিত পাঠকগণের ভেবে দেখার জন্যে বলছি, দেখুন- মানুষ চোখ দিয়ে দেখে, কান দিয়ে শুনে, হাত দিয়ে স্পর্শ করে, মুখ দিয়ে উচ্চারণ করে; কিন্তু এই অংগগুলো দিয়ে বুঝতেও পারেনা, উপলব্ধিও করতে পারেনা। মানুষ বুঝে এবং উপলব্ধি করে তার অন্তর ও মন-মস্তিস্ক দিয়ে।

যারা তাদের মন-মস্তিস্ক কাজে লাগায়না, তাদের চোখ কি দেখলো তার খবর তারা রাখেনা। তাদের কান কী শুনলো, সে খবর তারা রাখেনা। তাদের শরীরে কিসের স্পর্শ লাগলো, সে বোধ তাদের থাকেনা। তাদের মুখ কী পাঠ করলো তাদের মর্মে তা পৌঁছেনা। এ জন্যেই বলা হয়েছে- তাদের অন্তরে তালা লেগে আছে।

যারা বুঝার চেষ্টা করেনা, মন-মস্তিস্ক খাটায়না এবং বিবেক বুদ্ধি কাজে লাগায়না, তাদের সম্পর্কে কুরআন বলে :

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا ۗ أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ– وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً ۚ صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ– البقرة : ١٧٠– ١٧١

অর্থ : আর যখন তাদের বলা হয় : আল্লাহ (কুরআনে) যে বিধান নাযিল করেছেন, তোমরা তা মেনে চলো।' তখন তারা বলে : 'আমাদের বাপ-দাদারা যে পথে চলেছে, আমরা সে পথেই চলবো।' আচ্ছা, তাদের বাপ-দাদারা বিবেক-বুদ্ধি কাজে লাগিয়ে না থাকে এবং সঠিক পথ লাভ করে না থাকে, তবু কি তারা তাদের অনুসরণ করবে? যারা আল্লাহর নাযিল করা বিধান মুতাবিক চলতে অস্বীকার করে, তাদের উপমা হলো রাখালের পশু। রাখাল তার পশুকে ডাকে, কিন্তু তার পশু তার ডাকাডাকির শব্দ (আওয়াজ) ছাড়া আর কিছুই শুনেনা (বুঝেনা)। আসলে এই লোকেরা কালা, বোবা, অন্ধ। তাই তারা কিছুই বুঝতে পারেনা।' (সূরা ২ আল বাকারা : আয়াত ১৭০-১৭১)

وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُم مِّن شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ– الاحقاف : ٢٦

অর্থ : আমি তাদের কান দিয়েছিলাম, চোখ দিয়েছিলাম, অন্তর দিয়েছিলাম। কিন্তু আল্লাহর আয়াতকে অমান্য-অস্বীকার করার কারণে তাদের কান তাদের কোনো উপকার করেনি, তাদের চোখ তাদের কোনো উপকার করেনি, আর না তাদের অন্তর তাদের কোনো কাজ এসেছে।' (সূরা ৪৬ আল আহকাফ : আয়াত-২৬)

فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَٰكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ– الحج :٤٦

অর্থ : আসলে তাদের চোখ অন্ধ নয়, বরং অন্ধত্ব চেপে বসেছে তাদের বুকের মধ্যকার অন্তরে।' (সূরা ২২ আল হজ্জ : আয়াত-৪৬)

وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُورًا–وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا– الاسراء : ٤٦– ٤٥

অর্থ : তুমি যখন কুরআন পড়ো, তখন আমরা তোমার ও আখিরাতে অবিশ্বাসীদের মাঝখানে একটি পর্দা ঝুলিয়ে দিই এবং তাদের অন্তরের উপর আবরণ ছড়িয়ে দিই যাতে করে তারা তা (কুরআন) না বুঝে, তাছাড়া তাদের কানেও তালা লাগিয়ে দিই।' (সূরা ১৭ বনি ইসরাঈল : আয়াত ৪৫-৪৬)

كَلَّا ۖ بَلْ ۜ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ– المطففين : ١٤

অর্থ : কখনো নয়, বরং আল্লাহর আয়াতকে অস্বীকার করার কারণে তাদের অন্তরে মরীচিকা পড়ে গেছে।' (সূরা ৮৩ মুতাফফিকীন : আয়াত ১৪)

- এ আয়াতগুলো থেকে পরিষ্কার বুঝা যায়, যারা কুরআনকে অস্বীকার করে, তারা তাদের বিরোধিতার কারণে কুরআনকে হৃদয়ংগম করতে পারেনা, কুরআনের মর্ম উপলব্ধি করতে পারেনা।

- যারা অর্থ না বুঝে কুরআনের শব্দ উচ্ছারণ করাকেই যথেষ্ট মনে করে, তাদের উপমা হচ্ছে রাখালের ভেড়া, যারা রাখালের কথার শব্দ শুনে, কিন্তু মর্ম বুঝেনা।

- যারা অর্থ ও মর্ম না বুঝে কুরআন পড়ে, তাদের ও কুরআনের মাঝখানে একটা পর্দা ঝুলে আছে। তারা কুরআনের শব্দ শুনে, তবে কুরআনকে দেখেনা।

৭. কুরআন গোপন করা মহাপাপ

অতীতে ইহুদি খৃষ্টানদের ধর্মীয় পুরোহীতরা তাদের ইচ্ছামতো আল্লাহর কিতাবকে রদবদল করতো। তাদের ধর্মীয় কায়েমী স্বার্থের পক্ষে ক্ষতিকর আয়াতগুলোকে তারা গোপন রাখতো এবং মনগড়া নিয়ম-কানুন জনগণের উপর চাপিয়ে দিতো।

তারা আরেকটি বিরাট অপরাধ করছিল। সেটা হলো, তারা নিয়ম চালু করে যে, আল্লাহর কিতাব বুঝা এবং বুঝানোর দায়িত্ব শুধু ধর্মীয় পুরোহীতদের। জনগণকে আল্লাহর কিতাব বুঝা থেকে দূরে থাকতে হবে। জনগণ শুধু পুরোহীতে দর কথা মতো চলবে। এভাবে তারা জনমানুষ থেকে আল্লাহর কিতাবকে গোপন করে রাখতো।

কিতাবের রয়েছে দুইটি দিক : (১) ভাষা ও (২) বক্তব্য। আল্লাহ তা'আলা যে এলাকা থেকে নবী মনোনীত করেছেন, সেখানকার ভাষায় কিতাব নাযিল করেছেন। আর কিতাবে তিনি মূলত তাঁর হুকুম-আহকাম, বিধি বিধান তথা দীন ও শরীয়ত নাযিল করেছেন। সুতরাং কিতাবের ভাষা হলো মাধ্যম বা উপায় (means), আর বক্তব্যটাই হলো মূল লক্ষ্য (ends)। তাই -

- কেউ যদি কুরআনের ভাষা পড়লো, কিন্তু বক্তব্য বুঝলোনা, বুঝার চেষ্টা করলোনা, তবে সে আল্লাহর কিতাবকে গোপন করলো বা ঢেকে রাখলো।

- কেউ যদি কাউকেও কুরআনের হরফের উচ্ছারণ বা ভাষার বেবুঝ পাঠ শিখায় এবং অর্থ ও মর্ম না শিখায়, না বুঝায়, তবে সে কুরআন গোপন করে, কুরআনকে ঢেকে রাখে।

যারা কুরআনকে ঢেকে রাখে, গোপন রাখে, কুরআন দ্বারা যে কোনো অবৈধ জাগতিক স্বার্থ হাসিল করতে তাদের কোনো বাধা থাকেনা। তাই এরা সবচাইতে বড় যালিম, মহা অপরাধী।

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كَتَمَ شَهَادَةً عِندَهُ مِنَ اللَّهِ ۗ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ –البقرة : ١٤٠

অর্থ : ঐ ব্যক্তির চাইতে বড় যালিম আর কে আছে, যার কাছে আল্লাহর প থেকে আসা সাক্ষ্য (কিতাব, বিধান) রয়েছে, অথচ সে তা গোপন করে রাখে? জেনে রাখো, আল্লাহ তোমাদের কর্মকান্ডের ব্যাপারে গাফিল নন।' (সূরা ২ আল বাকারা : আয়াত-১৪০)

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا ۙ أُولَٰئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ –أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ وَالْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ ۚ فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ–

ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ ۗ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ–

অর্থ : আল্লাহ তাঁর কিতাবে যেসব বিধান নাযিল করেছেন, যারা সেগুলো গোপন করে এবং সেগুলো দ্বারা সামান্য পার্থিব স্বার্থ ক্রয় করে, তারা এসলে আগুন দিয়ে নিজেদের উদর ভর্তি করে। কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাদের সাথে কথাই বলবেননা। তাদের পবিত্রও করবেননা। আর তাদের জন্যে রয়েছে পীড়াদায়ক শাস্তি। আসলে এরা হচ্ছে সেইসব লোক যারা হিদায়াতের বিনিময়ে ভ্রষ্টতা ক্রয় করেছে আর ক্ষমার বিনিময়ে কিনেছে শাস্তি। কী অদ্ভুত এদের কান্ড, তারা জাহান্নামের আযাব বরদাশত করার জন্যে এরকম দৃঢ়তা দেখাচ্ছে! এর কারণ হলো, আল্লাহ সত্য সহকারে কিতাব নাযিল করার পরও যারা তাঁর কিতাব নিয়ে মতভেদে লিপ্ত হয়েছে, তারা বাড়াবাড়ি করে অনেক দূরে সরে গেছে।' (সূরা ২ আল বাকারা : আয়াত ১৭৪-১৭৬)

কুরআনের অর্থ না বুঝা এবং না বুঝানো, না জানা এবং না জানানো, না শিখা এবং না শিখানো দ্বারা কুরআন গোপন করা হয়। কারণ, আল্লাহ তো কুরআন মানুষের জন্যে জীবন পদ্ধতি হিসেবে নাযিল করেছেন। আর এভাবে মানুষের জন্যে আল্লাহ পাঠানো 'জীবন পদ্ধতি' গোপন করা হয়ে থাকে। ভাষা উচ্ছারিত হয়, কিন্তু বক্তব্য ঢাকা পড়ে (covered) থাকে।

এভাবে লোকেরা আল্লাহর কিতাবকে ঢেকে রাখে এবং গোপন করে। কিন্তু এরা কারা? কারা আল্লাহর কিতাবকে গোপন করে? কেন করে? এরা হলো :

১. আল্লাহ তা'আলা যে উদ্দেশ্যে কুরআন নাযিল করেছেন, যারা তা জানেনা এবং জানার চেষ্টা করেনা, তারা শব্দ ও ভাষার ঢাকনা খুলে কুরআনের অর্থ ও মর্ম বুঝার চেষ্টা করেনা। এরা নিজেদের কাছে কুরআনকে গোপন করে, ঢেকে রাখে।
২. যারা নিজেরা কুরআনের অর্থ ও মর্ম বুঝে, কিন্তু মানুষকে বুঝায়না, তারা কুরআনকে গোপন করে। মানুষ যাতে জানতে না পারে, সেজন্যে ঢেকে রাখে আল্লাহর অবতীর্ণ বিধান ও জীবন পদ্ধতিকে।
৩. যারা কুরআনের অর্থ, মর্ম ও শিক্ষা বুঝাতে ও প্রচার করতে নিষেধ করে, বাধা দেয়, তারা ক্ষমতার দাপটে কিংবা বল প্রয়োগ করে অথবা সন্ত্রাস করে অথবা প্রতারণা করে কুরআনকে ঢেকে রাখে, চাপা দিয়ে রাখে।
৪. কুরআনের আদর্শ ও বিধানসমূহ হলো বিমূর্ত ধারণা (abstract idea)। আল্লাহ তা নাযিল করেছেন মানুষের জীবন ও সমাজে বাস্তবায়ন ও প্রতিষ্ঠা করার জন্যে। যারা কুরআনকে নিজেদের জীবন ও সমাজে বাস্তবায়ন ও প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা-সংগ্রাম ও আন্দোলন করেনা, তারা কুরআনকে গোপন করে।
৫. যারা মনে করে এবং বলে, কুরআন বুঝা এবং বুঝানো অমুক শ্রেণীর লোকদের দায়িত্ব কিংবা এটা আমাদের কাজ নয় অথবা এটা সাধারণ মানুষের কাজ নয়- তারা কুরআনকে গোপন করে।

লোকেরা কেন কুরআনকে গোপন করে? আসলে বিভিন্ন শ্রেণীর লোকেরা বিভিন্ন কারণে কুরআনকে গোপন করে :

১. একদল লোক কুরআন গোপন করে অজ্ঞতার কারণে।
২. একদল লোক কুরআন গোপন করে কুরআন নাযিলের উদ্দেশ্য না জানার কারণে।
৩. একদল লোক কুরআন গোপন করে অবহেলা ও অসচেতনতার কারণে।
৪. একদল লোক কুরআন গোপন করে কুরআনের বিনিময়ে জাগতিক স্বার্থ হাসিল করার জন্যে।
৫. একদল লোক কুরআন গোপন করে জানগণকে অজ্ঞ রেখে তাদের উপর ধর্মীয় কর্তৃত্ব ও ধর্মীয় কায়েমী স্বার্থ বজায় রাখার জন্যে।
৬. একদল লোক কুরআন প্রকাশ হতে বা প্রকাশ করতে বাধা দেয় নিজেদের ভ্রান্ত মতবাদের অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্যে, অর্থাৎ আদর্শিক শত্রুতা বশত।
৭. একদল কুরআন প্রকাশ করতে বাধা দেয় নিজেদের রাজনৈতিক কর্তৃত্ব বজায় রাখার জন্যে।
৮. একদল লোক কুরআন গোপন করে- কুরআন প্রতিষ্ঠার চেষ্টা সগ্রাম করলে মানুষ তাদের শত্র'' হয়ে যাবে এই ভয়ে।
৯. একদল লোক কুরআন বুঝা, বুঝানো, চর্চা করা, প্রচার করা ইত্যাদি দায়িত্ব পালন না করে কুরআন গোপন করে মানুষের তিরস্কারের ভয়ে। মানুষ তাকে মোল্লা, প্রতিক্রিয়াশীল, সাম্প্রদায়িক, মৌলবাদী ইত্যাদি বলে গালি দেবে-এই ভয়ে।
১০. এছাড়াও বিভিন্ন কারণ ও অজুহাতে লোকেরা কুরআন গোপন করে এবং ঢেকে রাখে।

আমরা উপরে যে আয়াতগুলো উল্লেখ করেছি, সেখানে যারা আল্লাহর কিতাব গোপন করে, তাদের ভয়াবহ পরিণতি ও শাস্তির কথা উল্লেখ করা হয়েছে এভাবে :

১. তারা সবচাইতে বড় যালিম অপরাধী।
২. আল্লাহ তাদের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে গাফিল নন।
৩. তারা নিজেদের পেট আগুন দিয়ে ভর্তি করছে।
৪. কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাদের সাথে কথাই বলবেননা।
৫. তাদেরকে তাদের অপরাধ থেকে পবিত্র (মুক্ত) করবেন না (তাদের অপরাধ মাফ করবেন না)।
৬. তাদেরকে পীড়াদায়ক শাস্তি প্রদান করবেন।
৭. তারা হিদায়াতের বিনিময়ে গোমরাহী ক্রয় করছে।
৮. তারা ক্ষমা লাভের বিনিময়ে শাস্তি গ্রহণের পথ বেছে নিয়েছে।
৯. তারা জাহান্নামের দগ্ধ হবার ব্যাপারে অনমনীয় থেকেছে।

- হে বিবেকবান সুধীজন! আসুন আমরা সতর্ক হই। আসুন, আমরা কুরআন গোপন রাখার পথ বর্জন করি। এখন থেকে কুরআনকে নিজেদের কাছে এবং সর্বজনের কাছে প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত নিই। আসুন, আমরা অতীতের ভুলের জন্যে তওবা করি।

- আসুন, আমরা জাতিকে সতর্ক করি, সজাগ করি।
- আসুন, আমরা সত্য প্রকাশ করি।
- আসুন, আমরা কুরআনের ঢাকনা খুলে দিই।
- আসুন, আমরা কুরআনের সত্যিকার বাহক হই।
- আসুন, আমরা কুরআনকে আমাদের দিশারি (Guide) বানাই।

৮. কুরআন বুঝা সহজ

- কুরআন বুঝা কঠিন নয়, সহজ।
- কুরআন অতি মানবীয় কোনো ভাষায় নাযিল করা হয়নি।
- কুরআন মানুষের ব্যবহারিক ভাষায় নাযিল করা হয়েছে।
- কুরআন কোনো মৃত ভাষায় নাযিল করা হয়নি।
- কুরআনের ভাষা আরবি ভাষা এশিয়া ও আফ্রিকার বিরাট অঞ্চলের মানুষের মুখের ভাষা।
- আরবি অন্যতম বিশ্বভাষা।
- কুরআনের ভাষা আরবি এক জীবন্ত ও দ্রুত প্রসারমান ভাষা।
- বর্তমানে আমেরিকা, ইউরোপ ও দূর প্রাচ্যের বহু দেশের উৎপাদিত সামগ্রীর প্যাকেটের গায়ে এবং ম্যানুয়্যালেও ব্যাপকহারে আরবি ও ইংরেজি নির্দেশিকা লেখা থাকে।
- আরবি ভাষা কেবল মুসলিমরাই নয়, অমুসলিমরাও ব্যাপকহারে শিখছে এবং শিখাচ্ছে।
- আরবি ভাষা বেশ কয়েকটি উন্নত দেশের মাতৃভাষা, রাষ্ট্রভাষা।
- আরবি ভাষার দেশগুলোতে সারা বিশ্বের মানুষই চাকুরি বাকুরি করে।

তাই এমন জীবন্ত, প্রচলিত, ও প্রসারমান একটি বিশ্বভাষা আরবি ভাষা শিখা কিছুতেই কোনো কঠিন কাজ নয়, যেমন কঠিন কাজ নয় ইংরেজি ভাষা শিখা।

আপরদিকে যেহেতু মুসলিমদের জন্যে কুরআন বুঝা ফরয, সেজন্যে অবশ্য কর্তব্য কাজ হিসাবে তাদেরকে কুরআনের ভাষা বুঝা নিজেদের জন্যে সহজ করে নিতে হবে। যেমন চাকুরি-বাকুরিসহ বিভিন্ন জাগতিক প্রয়োজনে লোকেরা ইংরেজি ভাষা বুঝা নিজেদের জন্যে সহজ করে নেয়।

নিরক্ষর লোকদের কথা ভিন্ন। কিন্তু স্বাক্ষর ও শিক্ষিত লোকদের অবশ্য কর্তব্য হিসেবে কুরআনের ভাষা শিখা জরুরি। না শিখার কোনো যুক্তিসংগত কারণ তাদের কাছে নেই।

সব শিতি ব্যক্তিই কুরআনের ভাষা সহজে শিখতে পারেন। কারণ, আরবি ভাষার মধ্যেও আবার কুরআনের ভাষা সহজ। তাছাড়া আল্লাহ তা'আলা সহজে বুঝার মতো করেই কুরআন নাযিল করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ– القمر : ١٧، ٢٢، ٣٢، ٤٠

অর্থ : আমরা এ কুরআনকে বুঝার ও উপদেশ গ্রহণ করার জন্যে সহজ করে দিয়েছি। এমতাবস্থায় এটি বুঝার এবং এ থেকে শিা উপপদেশ গ্রহণ করার কেউ আছে কি?

- এ আয়াতটি সূরা (৫৪) আল কামারে চার বার উল্লেখ হয়েছে। আয়াত নম্বর যথাক্রমে ১৭, ২২, ৩২, ৪০।

فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ– الدخان : ٥٨

অর্থ : (হে মুহাম্মদ!) অবশ্যি আমি এ কুরআনকে তোমার বাক প্রক্রিয়ায় সহজ করে দিয়েছি, যাতে করে লোকেরা সহজেই শিক্ষা ও উপদেশ গ্রহণ করতে পারে।' (সূরা ৪৪ আদ দুখান : আয়াত ৫৮)

فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُّدًّا–

অর্থ : (হে মুহাম্মদ!) তোমার বাক প্রক্রিয়ায় আমরা এই বাণী (কুরআন)-কে সহজ করে দিয়েছে, যাতে করে তুমি এর দ্বারা বিবেকবান-ন্যায়পরায়ণ লোকদের সুসংবাদ দান করতে পারো, আর সতর্ক করতে পারো হঠকারী-ঝগড়াটে-তর্কবাগীশ লোকদের।' (সূরা ১৯ মরিয়ম : আয়াত-৯৭)

এ আয়াতগুলো থেকে কয়েকটি জিনিস আমাদের কাছে দিবালোকের মতো স্পষ্ট হয়ে গোলো। সেগুলো হলো :

- আল্লাহ তা'আলা কুরআনকে সহজ করে নাযিল করেছেন।
- তিনি কুরআনকে সহজ করেছেন মানে- কুরআন বুঝা এবং কুরআনে প্রদত্ত পদ্ধতি অনুযায়ী জীবন যাপন করাকে সহজ করে দিয়েছেন।
- তিনি কুরআনকে সহজ করেছেন কুরআন থেকে শিক্ষা ও উপদেশ গ্রহণ করার জন্যে।
- তিনি কুরআনকে সহজ করেছেন বিবেকবান-ন্যায়পরায়ণ লোকদের সুসংবাদ প্রদান করার জন্যে।
- তিনি কুরআনকে সহজ করেছেন হঠকারী ঝগড়াটে কুতর্কে লিপ্ত লোকদের সতর্ক করার জন্যে।
- তিনি আহ্বান জানিয়েছেন-কুরআন শিক্ষা ও উপদেশ গ্রহণ করার কেউ আছে কি?

যেহেতু আল্লাহ তা'আলা সব মানুষের জন্যে উপদেশ হিসেবে কুরআন নাযিল করেছেন, সেজন্যেই আল্লাহ তা'আলা কুরআনকে সব মানুষের বুঝার উপযোগী করেছেন। মূলত আল্লাহ তা'আলা মানুষকে কথা বলতে শিখিয়েছিন কুরআন (তথা আল্লাহর কিতাব) শিখা এবং শিক্ষাদান করার জন্যেই :

الرَّحْمٰنُ– عَلَّمَ الْقُرْآنَ – خَلَقَ الْإِنسَانَ – عَلَّمَهُ الْبَيَانَ – الرحمن : ٤–١

অর্থ : (আল্লাহ) পরম দয়ালু। তিনি কুরআন শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন এবং কথা বলতে শিখিয়েছেন। (সূরা ৫৫ আর রাহমান : আয়াত ১-৪)

এ আয়াতগুলো থেকে কয়েকটি মৌলিক বিষয় স্পষ্ট হয়ে যায়। সেগুলো হলো :

- কুরআন মানব রচিত নয়, স্বয়ং আল্লাহই কুরআন শিখিয়েছেন, তিনিই কুরআন নাযিল করেছেন।
- তিনি মানুষ সৃষ্টি করে তাদের জন্যেই কুরআন নাযিল করেছেন।
- তিনি মানুষকে 'বয়ান' বা বাকশক্তি দিয়েছেন, কথা বলতে শিখিয়েছেন।
- তিনি মানুষকে বাকশক্তি দিয়েছেন, কুরআন শিখা ও শিক্ষাদান করার জন্যে।

অর্থাৎ কুরআনে তিনি যে জীবন-পদ্ধতি দিয়েছেন, সেটা শিখা, শিক্ষাদান করা এবং সে অনুযায়ী জীবন যাপন করার জন্যেই তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন এবং বাকশক্তি দিয়েছেন।

- 'রয়ান' শব্দ দ্বারা কেবল 'বাকশক্তি' বুঝায়না, সেইসাথে জ্ঞান, বুঝ, বিবেক, মেধা, ইচ্ছাশক্তিও বুঝায়। অর্থাৎ তিনি মানুষকে এগুলো দান করেছেন তাঁর অবতীর্ণ (কুরআনে বা কিতাবে প্রদত্ত) জীবন-পদ্ধতি জানা, বুঝা ও মেনে চলার জন্যে। নিজেদের ইচ্ছা শক্তিকে তার অনুগামী করার জন্যে।

আল্লাহ তা'আলা এখানে শুরুতে তাঁর রহমান (পরম দয়ালু) গুণটি উল্লেখ করেছেন। এর অর্থ হলো, আল্লাহ মানুষের প্রতি পরম দয়ালু। তিনি মানুষকে সৃষ্টি করে এবং বুঝ-জ্ঞান, বিবেক-বুদ্ধি ও ইচ্ছাশক্তি দিয়ে এমনি এমনি বিপদগ্রস্ত ও বিপথগামী করে ছেড়ে দেননি; বরং তাকে জীবন-যাপন পদ্ধতিও শিখাবার ব্যবস্থা করেছেন। একথাটাই কুরআনের অন্যান্য স্থানে আল্লাহ এভাবে বলেছেন :

اِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدٰى – الليل : ١٢

অর্থ : জীবন-পদ্ধতি প্রদান করা আমারই দায়িত্ব।' (আল লাইল : আয়াত-১২)

وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ ۚ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ –النحل : ٩

অর্থ : সঠিক পথ দেখিয়ে দেয়া আল্লাহর দায়িত্ব, যেহেতু (মানুষের সামনে) বক্র পথও রয়েছে। তিনি চাইলে তোমাদের (ইচ্ছাশক্তি ও স্বাধীনতা হরণ করে) সবাইকে (অন্যান্য জীব-জন্তুর মতো বাধ্যতামূলকভাবে) সঠিক পথে পরিচালিত করতে পারতেন।' (সূরা ১৬ আন নহল : আয়াত-৯)

এ আয়াতগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আল্লাহ তা'য়ালা বলেছেন :

- তিনি মানুষকে সৃষ্টি করে তাকে চলার স্বাধীনতা ও ইচ্ছাশক্তি দান করেছেন।
- মানুষের চলার জন্যে বক্র-ভ্রান্ত পথও রয়েছে।
- তাই তাকে সঠিক পথ দেখাবার এবং জীবন যাপনের সঠিক পদ্ধতি জানাবার দায়িত্ব স্বয়ং আল্লাহই নিয়েছেন।

তিনি কুরআনে মানুষকে জীবন-যাপনের সঠিক পথ দেখিয়েছেন।

এজন্যে তিনি কুরআনকে সহজ-সরল ও সুস্পষ্ট করেছেন। তাছাড়া তিনি কুরআনকে সত্য-মিথ্যা এবং ভ্রান্ত ও অভ্রান্তের পার্থক্যকারী বানিয়েছেন। একথা তিনি কুরআনে বারবার বলেছেন। যেমন সূরা বাকারায় বলেছেন :

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ –البقرة : ١٨٥

অর্থ : রমযান মাস, এমাসেই নাযিল করা হয়েছে আল কুরআন। এতে রয়েছে মানুষের জন্যে সঠিক জীবন-যাপন পদ্ধতি (হুদা)। এ (কুরআন) পরিষ্কার ও সুস্পষ্টভাবে সঠিক পথ দেখায় এবং ভ্রান্ত ও অভ্রান্ত পথের পার্থক্য সুস্পষ্ট করে দেয়।' (সূরা ২ আল বাকারা : আয়াত-১৮৫)

এবার ভেবে দেখুন, যেখানে আল্লাহই মানুষকে সঠিক পথ দেখাবার দায়িত্ব নিয়েছেন এবং কুরআনের আকারে তার জীবন যাপনের সঠিক পদ্ধতি নাযিল করেছেন, সেক্ষেত্রে তিনি কুরআন বুঝা, কুরআন থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা এবং কুরআন নির্দেশিত পদ্ধতিতে জীবন যাপন করাকে কঠিন ও কষ্টসাধ্য করবেন কেন? বাস্তবিকই তিনি এমনটি করেননি। তাই তিনি বারবার বলছেন :

- 'কুরআন পরিষ্কার ও সুস্পষ্টভাবে সঠিক পথ দেখায়।'
- 'কুরআন ভ্রান্ত ও অভ্রান্ত পথের পার্থক্য সুস্পষ্টভাবে করে দেয়।'
- 'আমরা কুরআনকে বুঝা ও উপদেশ গ্রহণ করার জন্যে সহজ করে দিয়েছি।'
- 'কুরআন থেকে উপদেশ গ্রহণ করার কেউ আছে কি?

- হায়, যারা আল্লাহর দেয়া জীবন-যাপন পদ্ধতি আল কুরআনকে বুঝার-জানার চেষ্টা করেননা, তারা কতো বদনসীব! তাদের মধ্যে সব চাইতে বড় বদনসীব তারা, যারা জাগতিক কারণে বিদেশী ভাষায় বই পুস্তক পড়ালেখা করে ডিগ্রী অর্জন করেন, বিদেশী ও বিশ্বভাষাসমূহ শিখাকে জরুরি মনে করেন, অথচ কুরআন এবং কুরআনের ভাষা শিখার চেষ্টা করেননা!

==========